গোল টেবিল বৈঠক

পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন

পঞ্চম বৈঠক ঃ ২০ নভেম্বর ১৯৩০ সাল

দলিত শ্রেণীর জন্য রাজনৈতিক ক্ষমতার প্রয়োজন

ড. বি. আর. আম্বেদকর ঃ মাননীয় সভাপতি, এই সম্মেলনে দলিত সম্প্রদায়ের দৃষ্টিকোণ থেকে বিভিন্ন সমস্যা তুলে ধরার প্রধান উদ্দেশ্য নিয়েই আমি বলতে উঠেছি। আমি এবং আমার সহযোগী রাও বাহাদুর শ্রীনিবাসন দলিতদের জন্য সাংবিধানিক সংস্কার সম্পর্কিত এই সম্মেলনে প্রতিনিধিত্ব করছি। এই দৃষ্টিকোণ মোট চার কোটি ত্রিশ লক্ষ মানুষের। ব্রিটিশ ভারতের মোট জনসংখ্যার এক-পঞ্চমাংশের হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত হলেও এই দলিত শ্রেণীর লোকজন একটি আলাদা গোষ্ঠীভুক্ত। মুসলমানদের থেকে তারা সম্পূর্ণ আলাদা। দেশের জনগোষ্ঠীর এক অবিচ্ছেদ্য অংশই কেবল নয়, তাদের রয়েছে স্বতন্ত্র পরিচিতি এবং তাদের সামাজিক অবস্থান ভারতের অন্যান্য সম্প্রদায়ের মানুষদের থেকে পুরোপুরি আলাদা। ভারতে এমন এমন সম্প্রদায়ের মানুষ আছে, সমাজে যাদের অবস্থান অনেক নীচুতে এবং অধস্তন স্তরের। কিন্তু ভারতের এই দলিত সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষদের পরিচিতি ও অবস্থান সম্পূর্ণভাবে আলাদা। এক কথায় বলতে গেলে, ভূমিদাস ও ক্রীতদাসের মাঝামাঝি পর্যায়ে এইসব দলিত শ্রেণীর মানুষদের অবস্থান। সোজা কথায় বলতে গেলে, ক্রীতদাসের মনোভাব নিয়ে তাদের জীবন কাটাতে হয়। কিন্তু ভূমিদাস ও ক্রীতদাসদের থেকে তাদের জীবন আরও দুঃসহ। কারণ ক্রীতদাস ও ভূমিদাসদের ক্ষেত্রে অন্যদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের সুযোগ স্বীকৃত হলেও, দলিত শ্রেণীর এইসব লোক তা থেকেও বঞ্চিত। এক কথায় তারা অস্পৃশ্য, জনজীবন থেকে তারা সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। সমাজ-ব্যবস্থার কোনও সুযোগ-সুবিধাই তারা ভোগ করতে পারে না। মানুষ হিসাবে নাগরিক জীবনের সামান্যতম সুবিধাও তারা ভোগ করতে পারে না। আমি নিশ্চিত, এই শ্রেণীভুক্ত মানুষ যাদের সংখ্যা ইংল্যাণ্ড অথবা ফ্রান্সের মোট জনসংখ্যার মতো বৃহৎ, তাদের সমাজে টিকে থাকার সংগ্রামে এমনভাবে পঙ্গু যা থেকে উত্তরণের

---

* গোল টেবিল বৈঠকের কার্যবিবরণী। প্রথম অধিবেশন, ভারত সরকারের কেন্দ্রীয় প্রকাশন শাখা, কলকাতা, ১৯৩১। পৃষ্ঠা ঃ ১২৩-২৯।

জন্য প্রয়োজন সঠিক সমাধানের রাস্তা খুঁজে বের করতে রাজনৈতিক সমাধান-ই একমাত্র পথ। এই সম্মেলনের শুরুতেই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করার জন্য আমি খুব-ই আগ্রহী।

আমার এই দৃষ্টিভঙ্গিকে যত সংক্ষেপে সম্ভব, তুলে ধরতে চেষ্টা করব। ভারতে বর্তমানে যে আমলাতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা চালু আছে, তার পরিবর্তন করে জনগণের সরকার প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। সেই সরকার নির্বাচিত হবে জনগণের দ্বারা এবং কাজ করবে জনসাধারণের কল্যাণের জন্য। দলিত শ্রেণীর দৃষ্টিকোণ সম্বন্ধে এই বক্তব্য নিঃসন্দেহে কোনও কোনও মহলে বিস্ময়ের সৃষ্টি করতে পারে। এই সম্প্রদায়ের মানুষের সঙ্গে ব্রিটিশ সরকারের চমৎকার সম্পর্ক রয়েছে। দেশে গোঁড়া হিন্দুসমাজের পক্ষ থেকে তাদের ওপর দীর্ঘদিন ধরে যে স্বেচ্ছাচার ও নির্যাতন চলে আসছিল, তার থেকে মুক্তির জন্য ব্রিটিশ সরকারের ভূমিকাকে তারা স্বাগত জানিয়েছে। এই শ্রেণীর মানুষরা ভারতের হিন্দু-মুসলমান এবং শিখদের বিরুদ্ধে ব্রিটিশদের হয়ে যুদ্ধ করে এ দেশে তাঁদের বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপনে সাহায্য করেছে। ব্রিটিশরাও ভালভাবেই এর গুরুত্ব উপলব্ধি করেছে। দুইয়ের মধ্যে এই নিবিড় সম্পর্কের প্রেক্ষাপটে ব্রিটিশদের প্রতি দলিত শ্রেণীর মানুষদের এই পরিবর্তিত আচরণ একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। কিন্তু এই মানসিকতা পরিবর্তনের কারণ খোঁজার জন্য বেশিদূর যাবার প্রয়োজন নেই। আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি তার কারণ এই নয় যে, দেশের সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের সঙ্গে আমরা আমাদের ভাগ্যকে যুক্ত করতে চাইছি। সত্যি কথা বলতে গেলে, আমি যে সম্প্রদায়ের মানুষ তাদের সঙ্গে সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের সম্পর্কের ক্ষেত্রে বিশেষ কোনও পরিবর্তন হয়নি। আমাদের সিদ্ধান্ত হল স্বাধীন সিদ্ধান্ত। আমরা আমাদের বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বিচার-বিবেচনা করে দেখেছি যে, একটি ভাল সরকারের যত গুণাবলি থাকা দরকার, বর্তমানে তার অনেকগুলির অভাব রয়েছে। বর্তমান সময়ের সঙ্গে যখন আমরা ব্রিটিশ-ভারতের পূর্ববর্তী সময়ের আমাদের সমাজ-ব্যবস্থার তুলনা করি, তখন আমরা দেখতে পাই যে, এগিয়ে যাওয়ার পরিবর্তে শুধুমাত্র সময় চিহ্নিত হয়ে আছি। ভারতে ব্রিটিশ সরকার কায়েম হওয়ার আগে সমাজে আমাদের অস্পৃশ্যতার জন্য জীবন ছিল দুর্বিষহ। তা দূর করার জন্য ব্রিটিশ সরকার কি কিছু করেছেন? ব্রিটিশদের আগে আমাদের সম্প্রদায়ের মানুষদের মন্দিরে প্রবেশাধিকার ছিল না। এখন কি প্রবেশ করতে পারি? ব্রিটিশদের আগে আমরা পুলিশ বাহিনীতে চাকরি পেতাম না। ব্রিটিশ সরকার আমাদের কি সেই সুযোগ দিয়েছে? ব্রিটিশদের আগে সামরিক

বাহিনীতেও অমরা ছিলাম অচ্ছুৎ। এখন সে জীবিকা কি আমাদের জন্য উন্মুক্ত? এর কোনও প্রশ্নের ইতিবাচক জবাব নেই। দীর্ঘদিন ধরে ব্রিটিশরা আমাদের ওপর প্রভাব ফেলেছে এবং আমাদের জন্য অবশ্যই কিছু ভাল কাজ করেছে। আমরা তা স্বীকার করি। কিন্তু তাতে আমাদের পরিস্থিতির মৌলিক কোনও পরিবর্তন হয়নি। প্রকৃতপক্ষে আমাদের সমাজের কোনও বিষয়ে ব্রিটিশ সরকার মূলগত কোনও পরিবর্তন না করে, যা ছিল তাই ঠিকভাবে রক্ষা করার চেষ্টা করেছে। একজন চীনা দর্জি যেমন একটি পুরনো জামার নমুনা নিয়ে গর্বের সঙ্গে ঠিক সে রকম-ই তৈরী করে, ঠিক তেমনি আর কি। আমাদের সমাজে ক্ষত যা ছিল, তা রয়ে গেছে। ভারতে ব্রিটিশ শাসনের একশত পঞ্চাশ বছর পার হয়ে গেল, তবুও ঐ ক্ষত নিরাময়ের চেষ্টা হয়নি।

ব্রিটিশ সরকারকে আমরা উদাসীনতা বা সহানুভূতিহীনতার দায়ে অভিযুক্ত করছি না। যা আমরা দেখতে পাই তা হল, আমাদের সমস্যা মোকাবিলা করার ব্যাপারে ব্রিটিশ সরকার সম্পূর্ণভাবে অক্ষম। বিষয়টি যদি শুধুমাত্র উদাসীনতার ব্যাপার হত, তা হলে তা হত অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী এবং আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির এই বিরাট পরিবর্তন আদৌ হত না। কিন্তু পরিস্থিতির গভীর বিশ্লেষণ করে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে, এটি কেবলমাত্র উদাসীনতার ব্যাপার নয়, বরং এই ধরনের সমস্যা মোকাবিলা করার জন্য এটি অক্ষমতা ছাড়া আর কিছুই নয়। দলিত শ্রেণীর মানুষদের অভিজ্ঞতা এই যে, ভারতে ব্রিটিশ সরকারের শাসন ব্যবস্থায় দুই ধরনের মারাত্মক সীমাবদ্ধতা আছে। প্রথমটি হচ্ছে, অভ্যন্তরীন ত্রুটি বা সীমাবদ্ধতা। ক্ষমতায় যারা অধিষ্ঠিত, তাদের প্রকৃতি, উদ্দেশ্য এবং স্বার্থের মধ্য দিয়েই এগুলি প্রতিফলিত। এটা ঠিক নয় যে, তারা আমাদের এইসব ব্যাপারে সাহায্য করতে পারে না। তারা তা করে না, কারণ বিষয়গুলি তাদের প্রকৃতি, উদ্দেশ্য এবং স্বার্থের পরিপন্থী। দ্বিতীয় বিষয়টি হল, এর ফলে বাইরে থেকে চাপ এবং প্রতিরোধ আসতে পারে। এই জন্যই ব্রিটিশ সরকার তার ক্ষমতা প্রয়োগে সীমিত নীতি গ্রহণ করেন। বছরের পর বছর ধরে যে সব সামাজিক কুপ্রথা দেশের সমাজ ব্যবস্থাকে কুরে কুরে খাচ্ছে এবং দলিত শ্রেণীর মানুষদের জীবনযাত্রাকে করে তুলেছে অসহনীয়, ভারত সরকার সেগুলি দূর করার ব্যাপারে সজাগ। ভারত সরকার সম্পূর্ণভাবে ওয়াকিবহাল যে, এদেশের ভূস্বামীরা জনতাকে শোষণ করছে এবং ধনাঢ্য ব্যক্তিরা শ্রমিকদের উপযুক্ত মজুরি ও কাজের উপযুক্ত পরিবেশ দিচ্ছে না। তথাপি এটা খুব-ই বেদনাদায়ক বিষয় যে, সরকার ঐ সব ক্ষতিকর অবস্থা দূর করার ব্যাপারে কোনও চেষ্টা করেনি। কেন?

এর অর্থ এই কি যে, ঐগুলি দূর করার ব্যাপারে সরকারের কোনও আইনি ক্ষমতা নেই? না, তা নয়। সরকার এইসব ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেন না কারণ, বর্তমানে সমাজে যে ব্যবস্থা এবং অর্থনৈতিক রীতি-নীতি প্রচলিত তার পরিবর্তন করলে প্রতিরোধ গড়ে উঠতে পারে। এই ধরনের সরকারের কাছে ভাল কী আশা করা যেতে পারে? যে সরকার এই দুই প্রকার সীমাবদ্ধতার চলচ্ছক্তিহীন, সেখানে যা কিছু ভাল করার চেষ্টা হোক না কেন তা বাধা পাবেই। আমরা এমন এক সরকার চাই, যেখানে শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত মানুষ দেশের স্বার্থের অনুকূলে কাজ করার জন্য ঐ সরকারের প্রতি পূর্ণ আনুগত্যশীল থাকবে। আমরা চাই এমন এক সরকার, যেখানে শাসন ক্ষমতার কর্তৃত্বে যাঁরা থাকবেন তাঁদের জানতে হবে, সরকারের প্রতি আনুগত্য কোথায় শেষ হবে, কোথায় শুরু হবে প্রতিরোধ এবং প্রয়োজন মতো সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনধারার পরিবর্তন আনতে ভীত হবে না। কারণ সামাজিক ন্যায় বিচার এবং তার যৌক্তিকতা প্রতিষ্ঠার জন্য এর বিশেষভাবে প্রয়োজন। ভারতে ব্রিটিশ সরকার কখন-ই এই ভূমিকা গ্রহণ করতে পারবে না। শুধুমাত্র জনগণের কল্যাণের জন্য এবং জনগণের দ্বারা নির্বাচিত সরকার-ই তা করতে পারে।

দলিত শ্রেণীর মানুষদের পক্ষ থেকে যে সব প্রশ্ন তোলা হচ্ছে এগুলি তার কয়েকটি এবং তাদের মতে, এই সব প্রশ্নের উত্তর হওয়া উচিত অতএব, দলিত শ্রেণীর মানুষ এক অবশ্যম্ভাবী সিদ্ধান্তে উপনীত হতে বাধ্য হয়েছে যে, ভারতে এই আমলাতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থা যতই তার উদ্দেশ্য ভাল হোক না কেন, দলিতদের বিশেষ ধরনের অভিযোগের প্রতিকার করার জন্য কোনও সামাজিক পরিবর্তন আনতে সক্ষম হবে না। আমরা মনে করি, আমরা নিজেরা এইসব অসুবিধা দূর করতে অন্যদের মতো সক্ষম নই যতক্ষণ না আমরা নিজেদের হাতে রাজনৈতিক ক্ষমতা পাচ্ছি, ততক্ষণ এই পরিবর্তন সম্ভব নয়। যতদিন পর্যন্ত ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থা থাকছে, ততদিন পর্যন্ত কোনও প্রকার রাজনৈতিক ক্ষমতার অংশ আমাদের হাতে আসতে পারে না। একমাত্র স্বরাজের মাধ্যমেই আমরা পেতে পারি এমন সংবিধান যাতে আমাদের নিজেদের হাতে পেতে পারি রাজনৈতিক ক্ষমতা। এ ছাড়া আমাদের মানুষের মুক্তি সম্ভব নয়।

সভাপতি মহোদয়, একটি বিষয়ে আমি বিশেষ করে আপনার মনোযোগ আকর্ষণ করতে চাই। বিষয়টি হচ্ছে, এই দলিত শ্রেণীর মানুষদের কথা আপনার সমীপে পেশ করার জন্যই কিন্তু আমি অধিরাজ্যের মর্যাদা (Dominion Status) শব্দগুলি ব্যবহার করিনি। আমি বিষয়টি এড়িয়ে গেছি তার কারণ এই নয় যে,

আমি এর গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারি না অথবা এই বাদ দেওয়ার অর্থ এই নয় যে, দলিত শ্রেণীর মানুষরা ভারতের অধিরাজ্যের মর্যাদার বিরোধী। অধিরাজ্যের মর্যাদা শব্দগুলি ব্যবহার না করার পক্ষে আমার বড় কারণ এই যে, এই শব্দগুলির মধ্যে দলিত শ্রেণী কি চায়, সেই অর্থ পুরোপুরি বহন করে না। দলিত শ্রেণীর জনগণ তাদের নিরাপত্তার স্বার্থে অধিরাজ্য বলতে একটি প্রশ্ন, হ্যাঁ, মাত্র একটি প্রশ্নের ওপরেই গুরুত্ব দিতে চায়। সেই প্রশ্নটি হচ্ছে, ভারতে কীভাবে এই অধিরাজ্য তার কাজকর্ম করবে? এর রাজনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্র-বিন্দু কোথায় হবে? কার কর্তৃত্বেই বা সেই ক্ষমতা থাকবে? দলিত শ্রেণীর মানুষ কি এই ক্ষমতার অংশীদার হবে? এই সমস্ত প্রশ্নই তাদের উদ্বেগের কারণ। এই শ্রেণীর মানুষ মনে করে, নতুন সংবিধানে রাজনৈতিক ক্ষমতা যদি বিশেষভাবে প্রদত্ত না হয়, তা হলে তারা রাজনৈতিক ক্ষমতার কোনওপ্রকার অংশীদার হবে না। এবং সংবিধানে ঐ ধরনের ক্ষমতার সংস্থান রাখতে হলে ভারতীয় সমাজ-জীবনের কতকগুলি বাস্তব দিকের কথা ভুলে গেলে চলবে না। এই বিষয়টি অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে, ভারতীয় সমাজে জাতভেদ প্রথা এমন স্তরের যেখানে নিম্নবর্ণের মানুষরা উচ্চবর্ণের মানুষদের শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমের চোখে দেখে এবং উচ্চবর্ণের লোকেরা নিম্নবর্ণের লোকদের অবজ্ঞা ও ঘৃণা করে। এই প্রথা চালু থাকার ফলে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে একতা ও ভ্রাতৃত্ববোধ গড়ে ওঠে নি যা গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থার পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আরও স্বীকার করে নিতে হবে যে, ভারতীয় সমাজ-ব্যবস্থায় বুদ্ধিজীবীরা একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ এবং তাঁরা আসেন সমাজের উচ্চস্তর থেকে। যদিও তাঁরা দেশের হয়ে কথা বলেন এবং রাজনৈতিক আন্দোলন পরিচালনা করেন, তথাপি তাঁরা শ্রেণী-তারতম্যের ক্ষুদ্রতাবোধ ত্যাগ করতে পারেন নি। অন্যভাবে বলতে গেলে, দলিত শ্রেণীর মানুষরা যে বিষয়টির ওপর জোর দিতে চায় তা হল এই যে, রাজনৈতিক অধিযন্ত্রে এই বিষয়টির ওপর গুরুত্ব দিতে হবে এবং তা যে সমাজের জন্য সেই সমাজের মানসিকতার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হতে হবে। অন্যথায়, এমন এক সংবিধান তৈরি হতে পারে তা যতই সামঞ্জস্য পূর্ণ হোক না কেন, তা হবে বিকৃত এবং যে সমাজ-ব্যবস্থার জন্য তৈরি হচ্ছে তার জন্য সম্পূর্ণ অনুপোযোগী।

এই বিষয়টির ওপর ইতি টানার আগে আরো একটি বিষয় নিয়ে আমি বলতে চাই। আমাদের প্রায়-ই বলা হয়ে থাকে যে, দলিত শ্রেণীর মানুষদের সমস্যা একটি সামাজিক সমস্যা এবং রাজনীতি ছাড়া অন্য কোথাও এর সমাধান নিহিত। আমরা এই মনোভাবের তীব্র প্রতিবাদ করছি। আমরা মনে করি, এই

শ্রেণীর মানুষদের সমস্যার কোনদিন-ই সমাধান হবে না, যদি না তারা তাদের হাতে রাজনৈতিক ক্ষমতা পায়। এই বিষয়টি যদি ঠিক হয় তা হলে আমি মনে করি, এর অন্যথা কিছু হতে পারে না। সে ক্ষেত্রে দলিত শ্রেণীর সমস্যা, আমি মনে করি, সম্পূর্ণ রাজনৈতিক সমস্যা এবং তাকে ঠিক সেইভাবেই দেখতে হবে। আমরা জানি, রাজনৈতিক ক্ষমতা ব্রিটিশের হাত থেকে এমন লোকদের হাতে যাচ্ছে, যাদের আছে প্রচণ্ড রকম অর্থনৈতিক, সামাজিক, ধর্মীয় ও সম্প্রদায়গত প্রতিপত্তি। আর সেখানে আমাদের সমাজের রয়েছে শুধুমাত্র টিকে থাকার প্রশ্ন। আমার ইচ্ছা যে এটা হোক, যদিও স্বরাজের কথায় আমাদের অনেকের-ই মনে পড়ে যায় অতীতে এই ব্যবস্থায় আমাদের ওপর কী প্রকার স্বেচ্ছাচার, নির্যাতন আর অবিচার হত এবং বর্তমানে স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত হলে আমাদের ওপর ঐ ঘটনার পুনরাবৃত্তির ভয়-ই আবার নতুন করে মনে আসে। তা সত্ত্বেও এই আশায় আমরা এই অবশ্যম্ভাবী বিপদের সম্মুখীন হতে চাই এই কারণে যে, আমরা আশা করি, আমাদের দেশবাসীর সঙ্গে দেশের রাজনৈতিক সার্বভৌম ক্ষমতায় আমাদের উপযুক্ত প্রতিনিধিত্ব থাকবে। কিন্তু এ ব্যাপারে আমরা শুধুমাত্র একটি শর্তে রাজি হব। সেটি হচ্ছে এই যে, আমাদের সমস্যার সমাধান সময়ের ওপর ছেড়ে দিলে চলবে না। আমার কথা হচ্ছে, দলিত শ্রেণীর জনগণ দীর্ঘদিন অপেক্ষা করে দেখেছেন, কিন্তু সময় কোনও আশ্চর্যজনক ফল উপহার দিতে পারেনি। ব্রিটিশ সরকার ধাপে ধাপে যে প্রতিনিধিত্বমূলক সরকারের কাজকর্মের পরিধি বাড়িয়েছে, তাতে কিন্তু এই সম্প্রদায়ের মানুষদের প্রতিবাদকেই নিয়মমাফিক উপেক্ষা করা হয়েছে। তারা যে রাজনৈতিক ক্ষমতা দাবি করে, সে ব্যাপারে কোনও চিন্তা-ভাবনা করাই হয়নি। আমি সব রকম জোর দিয়েই এই ব্যবস্থার প্রতিবাদ করছি, কারণ এই ব্যবস্থা আমরা আর মেনে নিতে রাজি নই। আমাদের সমস্যার সমাধান করতে হবে দেশের সাধারণ রাজনৈতিক সমস্যার একটি অঙ্গ হিসাবে। বিষয়টি ভবিষ্যতের শাসকদের পরিবর্তনশীল সহানুভূতি এবং সদিচ্ছার ওপর ছেড়ে দেওয়া চলবে না। এই বিষয়টির ওপর এই সম্প্রদায়ের মানুষ যে গুরুত্ব আরোপ করছে তার কারণ অতি সুস্পষ্ট। আমাদের প্রতিটি মানুষ জানে, যারা ক্ষমতায় নেই তাদের থেকে যারা ক্ষমতায় আছে তারা অনেক বেশি প্রতিপত্তি সম্পন্ন। তারা ভাল করেই জানে, যারা ক্ষমতায় আছে তারা, কদাচিৎ যারা ক্ষমতায় নেই তাদের জন্য সেই ক্ষমতা ত্যাগ করতে রাজি হয়। সুতরাং আমরা আমাদের সমস্যার সমাধান এইভাবে আশা করতে পারি না। যারা নিষ্পত্তির মাধ্যমে আমাদের সমস্যার সমাধান চায় না, যদি তাদের হাতে ক্ষমতা

যাওযাকে আমরা মেনে নিই, তা হলে আজ যাদের ক্ষমতা এবং সম্মান প্রদানের জন্য আমরা সাহায্য করছি ঠিক তাদের-ই ক্ষমতা থেকে সরাতে আর একটি বিপ্লবের প্রয়োজন হবে। নিরাপত্তার আশ্বাসে ধ্বংস হওয়ার পরিবর্তে অতিরিক্ত আশাবাদী না হয়ে কিছুকাল অবহেলা সহ্য করতে রাজি। আমি মনে করি, এটা আমাদের সমস্যার সমাধানের জন্য রাজনৈতিক ক্ষমতার প্রয়োজনীয় পরিবর্তন করে যাতে তা আমাদের কর্তৃত্বে আসে, তার জন্য চাপ সৃষ্টি করা এবং এই রাজনৈতিক ক্ষমতার বল্গাহীন নিয়ন্ত্রণের জন্য যারা আমাদের বাইরে রাখার চেষ্টা করছে, তাদের অভিসন্ধির কাছে নতিস্বীকার না করা।

নিরাপত্তা ও সুরক্ষার জন্য দলিত শ্রেণীর মানুষ কী ধরনের রাজনৈতিক ক্ষমতার বিন্যাস চায়, তা আমি এই বৈঠকে সময় মতো পেশ করবো। বর্তমান মুহূর্তে আমি যা বলতে চাই তা হল, যদিও আমরা চাই দায়িত্বশীল সরকার, তথাপি আমরা এমন ধরনের সরকার চাই না যা হবে শুধুমাত্র শাসকের পরিবর্তন। যদি আপনি শাসন বিভাগকে পুরোপুরি দায়িত্বশীল হিসাবে তৈরি করতে চান, তা হলে আইনসভাকে করতে হবে সম্পূর্ণভাবে এবং প্রকৃত অর্থে প্রতিনিধিত্ব মূলক।

মাননীয় সভাপতি মহোদয়, আমি দুঃখিত এই কারণে যে, ব্যাপারটি আমাকে এইভাবে বলতে হচ্ছে তার জন্য। কিন্তু এ ছাড়া অন্য কোনও বিকল্প নেই। সরকার তাদের ব্যবহার করছে শুধুমাত্র দীর্ঘদিন ক্ষমতায় টিকে থাকার হাতিয়ার হিসাবে। হিন্দুসমাজ বরাবর তাদেরকে বঞ্চিত করতে অথবা চেষ্টা করেছে তাদের ওপর অধিকার কায়েম রাখতে। মুসলমান সমাজ তাদের আলাদা অস্তিত্ব মেনে নিতে অস্বীকার করে, কারণ তারা মনে করে তাদের অধিকার ও সুযোগ-সুবিধার ক্ষেত্রে এই সম্প্রদায়ের মানুষ হবে তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী। সরকার কর্তৃক অবহেলিত হিন্দু কর্তৃক দমিত আর মুসলমান কর্তৃক অস্তিত্ব অস্বীকৃত আমরা অসহায়তার এমন এক অসহনীয় অবস্থায় পৌঁছে গেছি যে আমি নিশ্চিত, এর কোনও সমান্তরাল অবস্থার তুলনা নেই। এবং এই পরিস্থিতিতে আমি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে বাধ্য হচ্ছি।

অন্য যে প্রশ্নটি আলোচনার জন্য নির্দিষ্ট করা আছে, খুব-ই দুঃখের কথা যে, তা আলোচনার জন্য সাধারণ বিতর্কের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে। অথচ প্রশ্নটি এতই গুরুত্বপূর্ণ যে, তা আলোচনার জন্য প্রয়োজন পুরো একটি বৈঠকের। কেবলমাত্র উল্লেখ করলে বিষয়টির প্রতি ন্যায় করা হবে না। বিষয়টি সম্পর্কে

দলিত সম্প্রদায়ের মানুষ অত্যন্ত গভীরভাবে সম্পৃক্ত এবং তারা এটিকে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বলে মনে করে। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সদস্য হিসাবে আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের দিকে তাকিয়ে আছি শুধু এটুকু দেখতে যে, সেই সরকার প্রাদেশিক সরকারগুলিকে বাধ্য করবে যাতে প্রাদেশিক সরকার সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের ওপর জোর চাপ রাখে এবং সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের অপশাসন থেকে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে রক্ষা করবে। একজন ভারতীয় হিসাবে, ভারতীয় জাতীয়তাবাদের বিকাশ ঘটুক, এতে আগ্রহী থেকে আমি অবশ্যই পরিষ্কার করে বলতে চাই যে, আমি ভারতে এককেন্দ্রিক সরকার গঠনে বিশ্বাস করি। ভারতীয় জাতি-গঠনে এককেন্দ্রিক সরকারের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। এককেন্দ্রিক সরকার ব্যবস্থার ফলে যে একাত্মতা গড়ে ওঠে, তা এখনও সম্পূর্ণ হয়নি এবং এই কাজ শুরু হওয়ার প্রাথমিক পর্বেই আমি এই অত্যন্ত জোরালো বিষয়টি প্রত্যাহার করে নিতে অনিচ্ছুক।

যাই হোক, প্রশ্নটি যেভাবে পেশ করা হয়েছে তা শুধু মাত্রই কেতাবি। এই পরিপ্রেক্ষিতে আমি যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারি ব্যবস্থার কথা বিবেচনা করতে প্রস্তুত যদি দেখা যায় যে, এ ব্যাপারে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের বিষয়গুলি কেন্দ্রীয় ঐক্যের সঙ্গে অসামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

মহাশয়, দলিত সম্প্রদায়ের মানুষের একজন প্রতিনিধি হিসাবে তাদের পক্ষ থেকে আমার যা বলার ছিল তা আমি বলেছি। এখন যে পরিস্থিতির সম্মুখীন আমরা হতে যাচ্ছি, সে সম্পর্কে একজন ভারতীয় হিসাবে আরও দু'একটি কথা বলার অধিকার দেওয়ার জন্য আমি কি আপনাকে অনুরোধ করতে পারি? এ সম্পর্কে দু'একটি কথা যোগ করার জন্য পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝানোর উদ্দেশ্যে এ পর্যন্ত যা বলা হয়েছে, তার পুনরাবৃত্তি আমি আর করছি না। ঘটনাবলির একজন নীরব সাক্ষী হয়েও অবশ্য আমি থাকতে চাই না। যে বিষয়টি নিয়ে আমি উদ্বিগ্ন তা হল এই যে, আমাদের সমস্যা সমাধানে আমরা সঠিক পথে চলছি কি না। কী সমাধান হবে তা সম্পূর্ণ নির্ভর করছে ব্রিটিশ সরকারের প্রতিনিধিরা কী মনোভাব নেন তার ওপর। তাঁদের উদ্দেশে আমি বলতে চাই, আপনারা কীভাবে এই পরিস্থিতির মোকাবেলা করবেন? আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে না বল প্রয়োগ করে, তা অবশ্যই নির্ভর করছে আপনাদের বিচার বিবেচনার ওপর। কারণ দায়-দায়িত্ব সম্পূর্ণ আপনাদের। আপনাদের মধ্যে এমন যদি কেউ থাকেন, যিনি বলপ্রয়োগে বিশ্বাসী এবং মনে করেন যে বিনা পরোয়ানায় বন্দী করার শাসন

পদ্ধতি 'লিট্রা দে কাসা' (Lettres De Cachet) বাস্তিলের মতো পরিস্থিতির ঘটনাবলিকে সহজ করে দেবে, তা হলে এই প্রসঙ্গে আমাকে মনে করতে হবে রাজনৈতিক দর্শনের মহান গুরু এডমণ্ড বার্কের স্মরণীয় উক্তির কথা। ব্রিটিশ জাতি যখন আমেরিকায় তার উপনিবেশগুলি নিয়ে সঙ্কটের সম্মুখীন তখন ব্রিটিশ সরকারের উদ্দেশে তিনি এই কথাগুলি বলেছিলেন।

'শুধুমাত্র বলপ্রয়োগে সমস্যার সমাধান ব্যাপারটি খুব-ই সাময়িক। অল্প সময়ের জন্য এটি স্থায়ী হয়, কিন্তু পুনরায় দমিত রাখার ব্যাপারে এর প্রয়োজনীয়তা দূর হয় না; যে জাতির ওপর বার বার বল প্রয়োগ করতে হয়, তাকে শাসন করা যায় না। বলপ্রয়োগের পরবর্তী আপত্তি হল এর অনিশ্চিয়তা সম্পর্কে। ভীতি সর্বদাই বলপ্রয়োগের ফল নয় এবং অস্ত্র দিয়ে জয় করা যায় না। যদি সফল না হওয়া যায় তা হলে বুঝতে হবে, সামর্থের ঘাটতি আছে; কারণ যদি সমঝোতা ব্যর্থ হয়, বলপ্রয়োগ থেকে যায়, কিন্তু যদি বলপ্রয়োগ ব্যর্থ হয়, নতুন করে আর কোনও সমঝোতার আশা থাকে না। ক্ষমতা এবং কর্তৃত্ব মাঝে-মাঝে আসে দয়ার মধ্য দিয়ে, কিন্তু তা কখনই পরাজয়ের হিংস্রতা এবং নিঃশেষিত ভিক্ষার পাত্র থেকে চেয়ে নেওয়া যায় না। বলপ্রয়োগের আরও আপত্তি হল, এর প্রয়োগের প্রয়াস একে আরও বিকৃত করতে পারে। যে জিনিসের জন্য লড়াই করা হচ্ছে (জনগণের আনুগত্য অর্জনের জন্য) তা উদ্ধার করতে পারা যায় না বরং প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্যে পড়ে তা আস্তে আস্তে কমতে কমতে, লুপ্ত হতে হতে, নষ্ট হতে হতে একেবারেই শেষ হয়ে যায়।'

এই পরামর্শের যথার্থতা এবং সার্থকতা আপনারা সবাই জানেন। আপনারা এই পরামর্শে কান দেননি এবং বিরাট আমেরিকা মহাদেশ আপনাদের হাতছাড়া হয়েছে। আপনারা আপনাদের স্থায়িত্ব দীর্ঘ হবে বিবেচনায় অবশিষ্ট অধিরাজ্যগুলির (Dominion) ক্ষেত্রেও এই নীতি অনুসরণ করে চলেছেন। আপনাদের মধ্যে যদি কেউ সমঝোতার নীতি গ্রহণে ইচ্ছুক থাকেন তা হলে আমি একটি কথা বলতে চাই। প্রতিনিধিদের ভারতকে অধিরাজ্যের (Dominion) মর্যাদা দেওয়ার পক্ষে এবং বিপক্ষে আলোচনার জন্য ডাকা হয়েছে, এমন একটা ধারণা তৈরি হতে পারে। এই অধিরাজ্যের মর্যাদা দেওয়ার ব্যাপারটি নির্ভর করছে এই আলোচনা যুদ্ধে কোন পক্ষ জয়ী হয় তার ওপর। যাঁরা এই আলোচনায় তাঁদের বাকচাতুর্য বিস্তার করছেন, তাঁদের প্রতি যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করে আমি বলতে চাই যে, বিষয়টিকে তর্কের মধ্যে টেনে আনার মতো বড় রকমের ভুল আর কিছু হতে

পারে না। যুক্তি এবং যুক্তিবিদদের সঙ্গে আমার কোনও বিরোধ নেই। কিন্তু আমি সাবধান করে দিয়ে তাঁদের বলতে চাই যে, তাঁরা যদি বিষয়বস্তু নির্বাচনের ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যাপারে যথেষ্ট সতর্ক না হন, তা হলে বিপর্যয় ঘটতে বাধ্য। তর্কে যদি আপনি হেরে যান, তা হলে তা মেনে নেবেন কিনা অথবা যুক্তিতর্ক খণ্ডন করবেন কি না, তা নির্ভর করে মনোভাবের ওপর। এ ক্ষেত্রে ডঃ জনসনের নাম করা যেতে পারে। ড. জনসন বার্কলির যুক্তিকে নস্যাৎ করে দিয়ে তাঁর মতামত প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। আমার মনে হয় যে, দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে বিষয়টির গুরুত্ব সঠিকভাবে উপলব্ধি করার চেষ্টা হয়নি। কারণ দেশের অধিকাংশ জনগোষ্ঠীর সমর্থন না পেলে কোনও সংবিধান কার্যকরী হতে পারে না। আপনারা পছন্দ করবেন, আর ভারত গ্রহণ করবে সেই সময় আর নেই। এবং তা ফিরেও আসবে না। সুতরাং যুক্তিতর্কের পরিবর্তে জনসাধারণের মতামত-ই হোক আপনাদের নতুন সংবিধানের কষ্টিপাথর এবং আপনি যদি মনে করেন তা হলে তাই হবে কার্যকর।

তথ্য ঃ বাবা সাহেব ড. আম্বেদকর রচনা সম্ভার ৫ম খণ্ড